



21577 - ধার প্রদান সংক্রান্ত বধি-বিধান

প্রশ্ন

ধার প্রদান বলতে কী বোঝায়? এর বধি-বিধান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফকীহরা ধার প্রদান-এর সংজ্ঞায় বলছেন: উপকার গ্রহণের বধিতা আছে এবং উপকার গ্রহণের পর মালকিরে কাছ ফেরত দয়া যায়; এমন জনিসি থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমতি প্রদান।

এই সংজ্ঞার মাধ্যমে ধার প্রদান থেকে এমন জনিসিগুলো বাদ পড়ে গেলে যগুলোর অস্তিত্বকে বলিপ্ত করা ছাড়া সগুলো থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। যমেন: খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়।

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুসারে ধার প্রদান শরিয়তে বধি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর প্রয়োজনীয় গৃহসামগ্রী (অন্যকে) দিয়ে না।” তথা যে সকল জনিসি মানুষ একে অপরের মাঝে আদানপ্রদান করে থাকে। তাই এখানে সে সকল লোকদের নিন্দা করা হয়েছে যারা এমন জনিসি কড়ে ধার চাইলে তাকে নিষেধ করে দিয়ে।

যে আলমেরা ধার দেওয়াকে ওয়াজবি মনে করেন তারা এই আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করেন। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে

তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহুর অভিমত সেই ক্ষেত্রে যদি জনিসিটির মালকিরে সঠিক দরকার না থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহাকে দেয়ার জন্য একটা ঘোড়া ধার করছেন। আর সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে কিছু ঢাল ধার করেন।

যার প্রয়োজন তাকে জনিসি ধার দেওয়া নকীর কাজ। এর মাধ্যমে প্রদানকারী বপুল নকী অর্জন করেন। কারণ এটিকল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য করার অধিকৃত।

ধার প্রদান সঠিক হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে:



প্রথম শর্ত: ধারদাতা দান করার উপযুক্ত হওয়া। কারণ ধার দায়ের মধ্যে এক ধরনের দান রয়েছে। তাই কোনো শিশু, পাগল আর নরিবোধের ধার দায়ো সঠিক হবে না।

দ্বিতীয় শর্ত: ধারগ্রহীতা দান গ্রহণের উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ তার গ্রহণ করাটা সঠিক হওয়া।

তৃতীয় শর্ত: ধার হিসেবে প্রদত্ত জনিসিরে উপযোগে মুবাহ তথা বধৈ হওয়া। তাই মুসলমি দাসকে কাফরের কাছের ধার দায়ো বধৈ হবে না। শকারকৃত পশুকে ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির কাছের ধার দায়ো বধৈ হবে না। কারণ আল্লাহ বলেন: “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সাহায্য করবে না।”

চতুর্থ শর্ত: ধারযোগ্য জনিসিটা এমন হবে যে, ব্যবহার করার পরও জনিসিটির মূল অস্তিত্ব অটুট থাকবে; যমেনটা আগেরে বলা হয়েছে।

ধারদাতা ব্যক্তি ধারের বস্তু যখন ইচ্ছা তখন ফরিয়েরে নায়ের অধিকার রাখেন; তবে যে অবস্থায় ফরিয়েরে নলি ধারগ্রহীতা ক্ষতগ্রিস্ত সেরে অবস্থা ছাড়া। যমেন: কটে জনিসিপত্র বহন করার জন্য জাহাজ ধার দলিনে; জাহাজ সমুদ্রে থাকা অবস্থায় তনি সটো ফরেত নায়ের অধিকার নহে। অনুরূপভাবে কটে একটা দয়োলের উপর কাঠেরে প্রান্ত স্থাপনেরে জন্য সটো ধার দলিনে। তাহলে যতক্ষণ তাতে কাঠেরে প্রান্ত স্থাপতি রয়েছে ততক্ষণ দয়োল ফরিয়েরে নওয়া যাবে না।

ধারগ্রহীতার উপর ধার হিসেবে গৃহীত জনিসিকে নজিরে সম্পদরে চাইতেও যত্ন ও গুরুত্বেরে সাথে সংরক্ষণ করা আবশ্যিক; যাতে করে সটো নরিপদ অবস্থায় মালকিরে কাছেরে ফরিয়েরে দতি পারে। কারণ আল্লাহ তায়লা বলেন, “আল্লাহ তোমাদেরকে নরিদশে দিচ্ছেন যনে তোমরা আমানতসমূহকে সেগুলোর প্রাপকদেরে কাছেরে পৌঁছে দাও।” উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে আমানত ফরিয়েরে দওয়া আবশ্যিক। তন্মধ্যে রয়েছে ধারকৃত জনিসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাকে যনি আমানত দিচ্ছেন তাকে তার আমানত দয়ি দাও।” শরয়ী দললিসমূহ প্রমাণ করে, একজন মানুষকে যে বিষয় আমানতস্বরূপ দওয়া হয়েছে সটো সংরক্ষণ করা এবং মালকিরে কাছেরে নরিপদ অবস্থায় ফরিয়েরে দওয়া আবশ্যিক। দললিগুলোর ব্যাপকতার মধ্যে ধারেরে জনিসিও অন্তর্ভুক্ত। কারণ ধারগ্রহীতা এখনে আমানতদার। আমানতটি সে ফরেত দতি বাধ্য। প্রচলতি রীতিনীতির সীমারখোর ভতেরে তাকে উপকার গ্রহণেরে বধৈতা প্রদান করা হয়েছে। তার জন্য এটা ব্যবহারে এতটা সীমালঙ্ঘন বধৈ নয় যে সে ঐ জনিসিটাই নষ্ট করে ফলেবে। আবার এমন ক্ষতেরেও ব্যবহার করতে পারবে না যখনে এটা ব্যবহার করা অনুপযুক্ত। কারণ জনিসিটির মালকি তাকে এর অনুমতি দয়েনি। আল্লাহ তায়লা বলেন, “উত্তম কাজেরে প্রতদিন উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে?”

যে কাজেরে জন্য ধার দওয়া হয়েছে এর বদলে ভনি কছিতে ব্যবহার করতে গয়ি যদি জনিসিটি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ধারগ্রহীতার ওপর ক্ষতপূরণ দয়ো আবশ্যিক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “হাতেরে ওপর ঐ বস্তুর দায়বদ্ধতা রয়েছে যা সে গ্রহণ করেছে; যে পর্যান্ত তা প্রাপকেরে কাছেরে ফরিয়েরে না দওয়া হয়।” হাদীসটি পাঁচজন গ্রন্থকার



সংকলন করছেন এবং হাকমে সহীহ বলছেন। এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি অন্যরে মালকিনাভুক্ত যে জনিসি হস্তগত করছে সেটো ফরিয়ি দেওয়া তার ওপর আবশ্যিক। জনিসিটি মালকিরে কাছে বা মালকিরে প্রতিনিধিরি কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত সে দায়মুক্ত হবে না।

আর যদি সচরাচর যভাবে ব্যবহার করা হয় সভাবে ব্যবহার করতে গিয়ে সেটি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ধারণগ্রহীতাকে এর ক্ষতপূরণ দিতে হবে না। কারণ ধারদাতা তাকে এটা ব্যবহারেরে অনুমতি দিয়েছেন। আর ‘অনুমতপ্রদত্ত বস্তুর উপর আপত্তি ক্ষতিরি ক্ষতপূরণ নহে।’

ধারেরে বস্তু যে কারণে ধার নেওয়া হয়েছিল, তার চাইতে ভিন্ন কারণে যদি ধারণগ্রহীতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে কি এর ক্ষতপূরণ দাবে কনি সেটো নিয়ে আলমেদরে মাঝে মতভদে আছে। একদল আলমে মনে করেনে তার জন্য এর ক্ষতপূরণ দেওয়া আবশ্যিক, সে সীমালঙ্ঘন করুক কথিবা না করুক। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “হাতেরে উপর ঐ বস্তুর দায়বদ্ধতা রয়েছে, যা সে গ্রহণ করেছে; যে পর্যন্ত তা প্রাপকেরে কাছে ফরিয়ি না দেওয়া হয়।” যমেন: যদি পশু মারা যায়, কাপড় পুড়ে যায় কথিবা ধারকৃত বস্তু চুরি হয়ে যায়। অন্য একদল আলমেদেরে মতে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন না করলে সেটোর ক্ষতপূরণ দিতে হবে না। কারণ সীমালঙ্ঘন ছাড়া ক্ষতপূরণ দিতে হয় না। সম্ভবত এটা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। কেননা ধারণগ্রহীতা মালকিরে অনুমততিে এটা হস্তগত করেছে। সুতরাং এটা তার কাছে আমানত বলে গণ্য।

তবে ধারণগ্রহীতার দায়িত্ব ধারেরে বস্তু সংরক্ষণ করা, যত্নেরে সাথে দেখেভাল করা এবং তার প্রয়োজন ফুরিয়ি গেলে মালকিরে কাছে দ্রুত ফরিয়ি দেওয়া। ধারেরে বস্তুর ব্যাপারে কোনো অবহলো না করা কথিবা নষ্ট করে না ফলো। কারণ এটা তার কাছে আমানত। আর ধারদাতা তার প্রতিনিধিগ্রহণ করেছে। “আর উত্তম কাজেরে প্রতদিন কি উত্তম কাজ ছাড়া আর কিছু হতে পারে?”